ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শাহরুখ খানকে নিয়ে আবারও বিস্ফোরক গায়ক অভিজিৎ

পৃঃ ৫

রবীন উথাপ্পার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

পৃঃ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৪৯ ● কলকাতা ● ১২ পৌষ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রাজভবনের দায়িত্বে থাকা মহিলা পুলিশ অফিসারের স্বামী নিখোঁজ সন্ধান করতে সোশ্যাল মিডিয়ার দারস্ত

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

কলকাতা পুলিশের মহিলা পুলিশ অফিসার শান্তি দাস বসাকের স্বামী নিখোঁজ। বৃহস্পতিবার থেকে তাঁর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। হাওড়ার পেনরো থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন শান্তি। শুরু হয়েছে তল্লাশি। স্বামীকে খুঁজতে সমাজমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন রাজভবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এই পুলিশ অফিসার।শান্তি জানিয়েছেন, হাওড়ার দিকে যাচ্ছেন বলে বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন দীপাঞ্জন। তারপর থেকে তাঁর খোঁজ মিলছে না। রাতে বাড়ি না-ফেরায় বৃহস্পতিবার সকালে শান্তি সংশ্লিষ্ট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন। তাঁর কথায়, "আমার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গত কয়েক দিন ধরে যেন সব কিছুতেই ওর অনীহা ছিল। কিছুতেই সন্তুষ্ট হচ্ছিল না। মনখারাপ করে ছিল কোনও কারণে। প্রশাসনিক মহলে এই খবর জানিয়েছি। রাজভবনেও জানানো হবে। ও ফিরলে কাউন্সেলিং করানোর ভাবনাচিন্তা রয়েছে আমাদের।" অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি সমাজমাধ্যমে স্বামীর ছবি পোস্ট করেছেন শান্তি। তার উপরে লিখেছেন, "আমার স্বামী দীপাঞ্জনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবারের সকলে খুব চিন্তায় আছেন। কারও কাছে ওঁর সম্পর্কে কোনও তথ্য থাকলে দয়া করে আমাদের জানান।কলকাতা পুলিশের অন্দরমহলে দায়িত্বপরায়ণতার জন্য বেশ জনপ্রিয় পুলিশ অফিসার শান্তি দাস বসাক। এককালীন মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হলেন

নরেন্দ্র মোদী থেকে কংগ্রেসের সোনীয়া গান্ধি, বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও রাজধানীর সকলে

দিল্লী

বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লি এইমসে প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের রূপকারের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাজনীতিকেরা। শাসক, বিরোধী নির্বিশেষে সকলে স্মরণ করছেন দেশ গঠনে তাঁর অবদানের কথা। গান্ধি পরিবার থেকে শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ সকল রাজনীতিকেরা তাঁর পাণ্ডিত্য এবং দেশের প্রতি অবদানের কথা তুলে ধরেছেন।মনমোহন সিংয়ের পাণ্ডিত্য এবং প্রশাসনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও। শনিবার শেষকৃত্য হবে মনমোহন সিংয়ের।শুক্রবার তাঁর দেহ রাখা হয়েছে তাঁর বাসভবনে। সকালেই সেখানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে হাজির হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধি, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ রাজধানীর প্রায় সব রাজনীতিকই।এক্স হেন্ডেলে মমতা, লিখলেন মনমোহন 'নীরবে কাজ করেছেন, অভিষেক বলেন মনমোহনের প্রয়াণে শোকের ছায়া দেশের রাজনৈতিক মহলে। মনমোহনের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এক মহান রাষ্ট্রনায়ককে দেশ হারাল বলে মন্তব্য করেছেন তাঁরা।কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য হবে শনিবার। মনমোহনের কনিষ্ঠা কন্যা ক্যালিফর্নিয়ায় অধ্যাপনা করেন। সেখান থেকে তিনি শুক্রবার বিকেলে দেশে ফিরবেন। সেই কারণেই শেষকৃত্য হবে শনিবার। শেষকৃত্যের পর মনমোহনের অস্থি নিয়ে যাওয়া হবে কংগ্রেসের সদর দফতরে। সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে সাত দিন জাতীয় শোক ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

শুভেন্দুর নিরাপত্তা বহুগুণ বাড়িয়ে দিলো কেন্দ্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গোপন খবর, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপর বাংলাদেশের জঙ্গিরা হামলা করতে পারে। এই নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। জানা গিয়েছে, প্রত্যেক সভায় 'ডি জোন' থাকতে হবে। অর্থাৎ শুভেন্দুর আশপাশে বেশ কিছুটা অংশ ফাঁকা থাকবে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা পুরোপুরি নজর রাখবেন। সভা, মিছিল বা যে কোনও 'আউটডোর' কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে শিল্ড এবং আগ্নেয়াস্ত্র থাকবে বলে সূত্রের খবর। সভা শেষে মঞ্চ থেকে নেমে কোনও কথা বলবেন না শুভেন্দু। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরও দেবেন ওই মঞ্চ থেকেই। তাঁর ধারে কাছে কাউকে আসতে দেওয়া হবে না।পুলিশ সূত্রে খবর, আরও জানা গিয়েছে যে রাস্তাতেও থাকবে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপ। কনভয়ে থাকবে ২২ জনের সশস্ত্র বাহিনী। কনভয় সিগন্যালে দাঁড়ালে সামনে, পিছনে এবং দু' পাশে ভিআইপি গাড়ি ঘিরে থাকবে অন্য সিকিউরিটি গাড়ি। স্পর্শকাতর এলাকায় প্রবেশ করলে পরিস্থিতি বুঝে বুলেটপ্রুফ গাড়িও ব্যবহার করতে হবে। মহিলা নিরাপত্তারক্ষী পুনরায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হবে বলে জানা গিয়েছে। বিধানসভার ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষী বাইরে থাকেই। এ ক্ষেত্রে বিধানসভার ২ নম্বর গেটের সামনে বিরোধী দলনেতার প্রবেশ ও বেরোনোর সময় সাধারণ মানুষ যাতে ভিড় না করেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আসল কথা হলো, শুভেন্দুর নিরাপত্তার কোনো ফাঁক রাখতে চাইছেন না দুই সরকার।

গুঞ্জনের কিছু নেই, মুখ্যমন্ত্রী আমাকে হিডকোর চেয়ারম্যান থেকে সরিয়ে দিয়েছেন: ফিরহাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

হিডকোর চেয়ারম্যান পদ হাত ছাড়া হতে চলেছে ফিরহাদ হাকিমের। বৃহস্পতিবার রাতে সবার আগে দ্য ওয়ালে এই খবর প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদনে পরিষ্কারভাবে একথাও লেখা হয়েছিল যে এ ব্যাপারে এখনও কোনও সরকারি নির্দেশিকা জারি না হলেও বৃহস্পতিবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ফিরহাদকেও এ ব্যাপারে নাকি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন মমতা।

শুক্রবার এই খবরের 'সত্যতা' স্বীকার করে নিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ফিরহাদ বলেন, "গুঞ্জনের তো কিছু নেই। এটা মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত। উনি আমাকে হিডকোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। উনিই আমার থেকে দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন।"

কিন্তু হঠাৎ বদল কেন? ওয়াকিবহাল

এরপর ৩ পাতায়

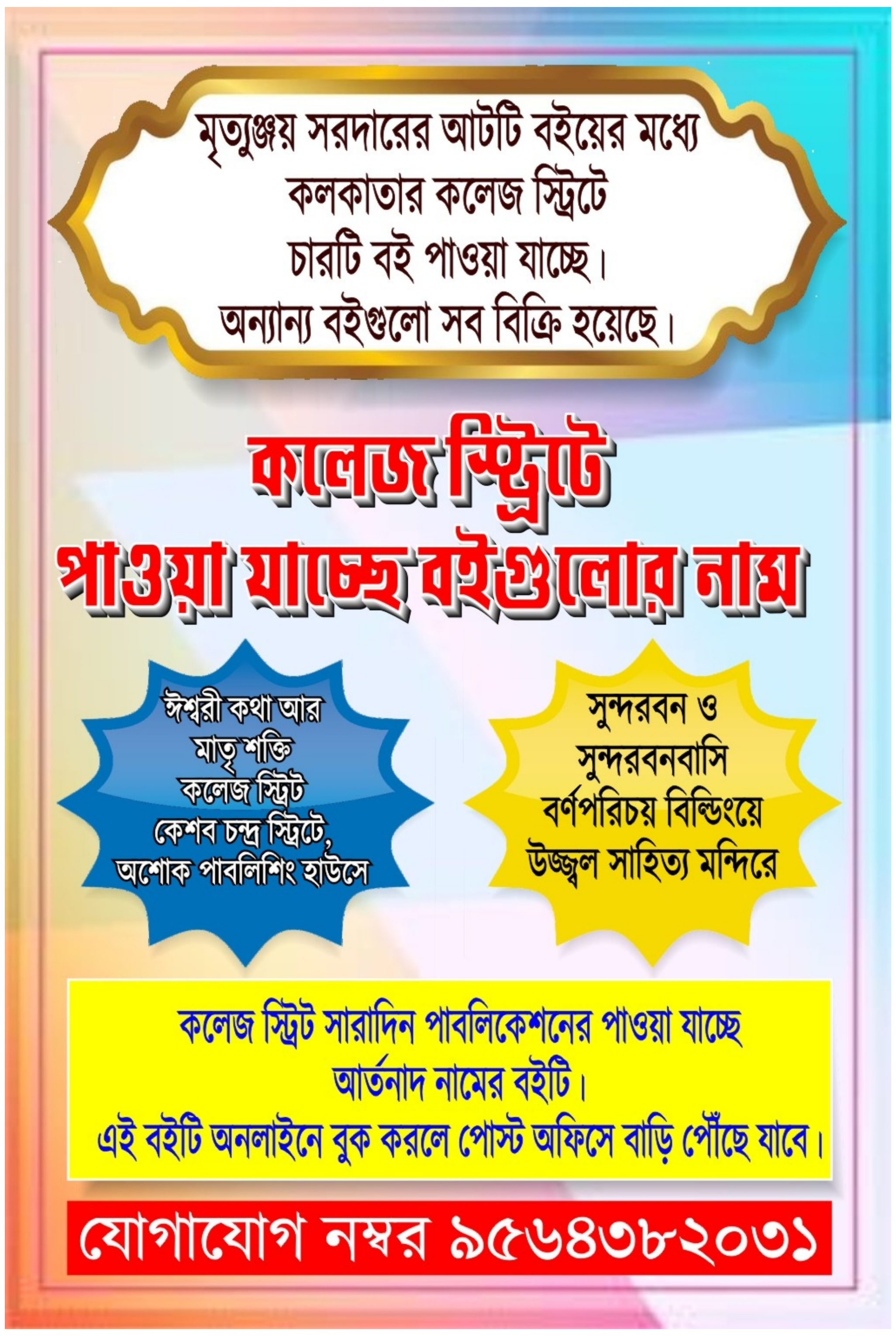

নিখোঁজ ব্যাক্তিকে উড়িষ্যা থেকে উদ্ধার করল পুলিশ

বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি

পুলিশ চুরি ডাকাতি খুন রাহাজানি আটকানোর সাথে হিংসা অশান্তি থামানোর কাজই শুধু করেন না, পুলিশ সামাজিক কাজেও যে অত্যন্ত তৎপর হরিপাল থানার পুলিশ নিখোঁজ এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তার প্রমাণ করলো। জানা গেছে গত বারই ডিসেম্বর হরিপাল থানার খামারচণ্ডী গ্রামের ৬৩ বছরের বৃদ্ধ তাপস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যান। তার ছেলে অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় হরিপাল থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। হরিপাল থানার ওসি নজরুল ইসলামের নির্দেশে এস আই অমলেন্দু মাজিলা র তৎপরতায় উড়িষ্যার ভদ্রক জেলার একটি গ্রাম থেকে নিখোঁজ তাপস বাবুকে উদ্ধার করে তার ছেলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে তার পুত্র অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন পুলিশের এই কাজে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত, তিনি জানান তার পিতা স্মৃতিভ্রম জনিত অসুখে ভুগছেন হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর তিনি পুলিশ মারফত খবর পান উড়িষ্যোর ওই গ্রামে নির্মল দাস নামে এক সমাজসেবী ব্যক্তির বাড়িতে তিনি রয়েছেন। নির্মলবাবুই তার সেবা সুশ্রূষা করেন। পুলিশের তৎপরতায় সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। ছেলে অর্ণব বাবাকে ফিরে পেয়ে অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত। তিনি পুলিশের এই ভূমিকার তারিফ করেন তিনি বলেন পুলিশ সব সময় মানুষের সেবা করে চলেছে, যারা পুলিশ কাজ করে না বলে মন্তব্য করেন তাদের প্রতি অর্ণবের বার্তা আপনারা পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করুন পুলিশ অবশ্যই আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।

বাংলাদেশকে শিক্ষা দিতে গাড়ির যন্ত্রাংশ পাঠাবে না দিল্লির ব্যবসায়ীরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন এবং ভারতের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার জেরে বাংলাদেশে গাড়ির যন্ত্রাংশ রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে দিল্লির কাশ্মীরি গেট মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। দিল্লির অটোমোটিভ পার্টস মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিনয় নারাং বলেন, বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, মন্দির ভাঙচুর এবং আমাদের ভাইদের হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ কারণে কাশ্মীরি গেট মার্কেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ রাখার।

তিনি আরো বলেন, কাশ্মীরি গেট মার্কেটে ২০ হাজার দোকান আছে। এর মধ্যে ২ হাজার দোকান বাংলাদেশে গাড়ির যন্ত্রাংশ রপ্তানি করত। তবে এই সিদ্ধান্তের পর তারা ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত রপ্তানি বন্ধ রাখবে।

নারাং বলেন, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। গাড়ির যন্ত্রাংশ না পেলে তাদের পরিবহন ব্যবস্থা স্থবির হয়ে যাবে। তখন তাঁরা তাদের ভুল বুঝতে পারবে। আমাদের অনেকের টাকা বাংলাদেশে আটকে আছে। তবে আমরা এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন নই। প্রয়োজনে এই সিদ্ধান্ত আরও দীর্ঘায়িত করা হবে।

গত ৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের মুখে বাংলাদেশর সাবেক প্রধানমন্ত্রী পদ ভারতের আশ্রয় নিয়েছেন শেখ হাসিনা। এর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু এরপর দুই দেশের মধ্যে চলছে সম্পর্কের টানাপড়েন। এর মধ্যে ব্যবসা ব্যাহত হলেও একেবারে বন্ধ হয়নি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দিল্লির গাড়ির যন্ত্রাংশ ব্যবসা সরাসরি প্রভাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশে যন্ত্রাংশ রপ্তানির সঙ্গে জড়িত কাশ্মীরি গেট ও করোল বাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ মার্কেট মারাত্মক অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

ভারতের ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি চেম্বারের (সিটিআই) প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতি মাসে বাংলাদেশে প্রায় ১ হাজার কোটি মূল্যের গাড়ির যন্ত্রাংশ রপ্তানি করে। বাংলাদেশে ভারতীয় ব্র্যান্ডের গাড়ির চাহিদার কারণে এই বাণিজ্য দ্রুত বিকশিত হয়েছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি ব্যবসায়ীদের জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

অটোমোটিভ পার্টস মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বিষ্ণু ভার্গব জানান, এর আগে শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বাংলাদেশে তৈরি হওয়া অস্থিরতা এই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। রপ্তানি করা পণ্যের দাম আটকে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

করোল বাগের অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী অজয় গুপ্ত জানান, কিছু কনসাইনমেন্ট পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে আটকে আছে। এর ফলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতির শিকার হতে হচ্ছে এবং তারা ক্ষতিপূরণ দাবি করছেন।

ব্যবসায়ীরা অন্যান্য শহরের রপ্তানিকারকদের সঙ্গে সমন্বয় করে সমাধানের পথ খুঁজছেন। পরিস্থিতি যদি উন্নত না হয়, তবে তারা বিকল্প উপায় খুঁজবেন। দিল্লির চাঁদনী চকের এমপি প্রভীন

এরপর ৩ পাতায়

প্রাইমারির জন্য বড় ঘোষণা, ক্লাস ওয়ান থেকেই এবার চালু সেমিস্টার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বছরে একবার নয়, এবার থেকে একই ক্লাসে দুবার করে হবে পরীক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষায় বড়সড রদবদলের কথা ঘোষণা করা হল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার জন্য ছোট থেকেই তৈরি করা হবে, তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল।একটা পেপারেই গোটা পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষা হবে। পর্ষদের ঠিক করে দেওয়া প্রশ্নপত্রে হবে পরীক্ষা। মার্কশিটে মার্কসের সঙ্গে ক্রেডিট পয়েন্ট দেওয়া হবে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যখন প্রতিযোগিতায় যাবে, তখন এই ক্রেডিট পয়েন্ট গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলেও জানিয়েছে পর্ষদ।শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌতম পাল জানান, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই চালু হচ্ছে নতুন পদ্ধতি।

প্রাথমিক পর্ষদের ঘোষণা অনুযায়ী, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত হবে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা। জুন মাসে হবে প্রথম পরীক্ষা। প্রতি ক্লাসেই দুবার করে হবে পরীক্ষা।

পর্ষদের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে, পাঠ্যক্রম কাঠামোর পরিবর্তন আনা হচ্ছে। একটি শিক্ষাবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে, জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত একটি ও জুলাই থেকে ডিসেম্বর পরবর্তী ভাগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন বলে জানান গৌতম পাল।জাতীয় শিক্ষা নীতির ওপর ভিত্তি করে এনসিইআরটি একটি কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছে। গৌতম পাল জানিয়েছেন, ২০০৯ রাইট টু এডুকেশন আইন অনুসারে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত 'নো ডিটেনশন' পলিসি

এরপর ৩ পাতায়

কলকাতায় ১৭ জন শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করলো কলকাতা পুলিশ

বেবি চক্রবর্ত্তী :কলকাতা

অনেকদিন ধরেই খবর আসছিল কলকাতা শহরে শিশু শ্রমিক বেড়ে যাচ্ছে। এই খবর আসার পরে তা পরখ করতে লিগ্যাল এইডের অফিসাররা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে নামেন। খাস কলকাতার বউবাজারের নানা এলাকায় হানা দেয় তাঁরা। আর সেই হানায় তাঁদের হাতে উঠে আসে ১৭ জন শিশু শ্রমিক। তৎক্ষণাৎ তাদেরকে উদ্ধার করল পুলিশ।এই শিশু শ্রমিকদের বয়স ১০-১৪ বছরের মধ্যে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে।বাংলায় এখন শিশু শিক্ষার হার বেড়েছে। মিড-ডে মিল পায় শিশুরা স্কুলে গেলে। তার উপর বই-খাতা থেকে শুরু করে সরকারি স্কুলগুলি সবুজ সাথীর সাইকেল পর্যন্ত পাওয়া যায়। উচ্চশিক্ষার জন্য ট্যাব থেকে শুরু করে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড সব ব্যবস্থা আছে। তাহলে শিশু শ্রমিক বাড়ছে কেন উঠছে প্রশ্ন। এই শিশু শ্রমিকদের সকলেরই বাড়ি

এরপর ৩ পাতায়

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর প্রয়াণে গভীর শোকজ্ঞাপন কেন্দ্রীয় সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর প্রয়াণে গভীর শোকজ্ঞাপন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২৬.১২.২০২৪ তারিখে নতুন দিল্লির এইমস-এ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২৬.১২.২০২৪ থেকে ০১.০১.২০২৫ পর্যন্ত সাতদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। এই সময় গোটা দেশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং সরকারি উদ্যোগে কোনো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হবে না। প্রয়াত ডঃ মনমোহন সিং-এর শেষকৃত্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিদেশে সমস্ত ভারতীয় মিশন / দূতাবাসেও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনের জন্য ৭টি বিভাগে মোট ১৭ জন শিশুকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করেছেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, দেশ এবং সমাজ তাদের জন্য গর্বিত। এই শিশুরা অনবদ্য কাজের মাধ্যমে তাদের সীমাহীন দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। এর ফলে তাদের অতুলনীয় প্রতিভা প্রতিফলিত হয়। তারা দেশের বাকি শিশুদের কাছে উদাহরণস্বরূপ। শ্রীমতী মুর্মু বলেন, আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য হল শিশুদের জন্য নানা সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে যে প্রতিভা রয়েছে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া। ভবিষ্যতেও এই ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। আজ যারা পুরস্কৃত হল, ২০৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতার শততম বর্ষ উদযাপনের সময় এরাই সচেতন নাগরিক হয়ে উঠবে। এই প্রতিভাবান ছেলে-মেয়েরাই উন্নত ভারত গড়ার কারিগর হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

খোঁজ মিলল রাজভবনের দায়িত্বে থাকা মহিলা অফিসারের স্বামীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

খোঁজ মিলল রাজভবনের দায়িত্বে থাকা মহিলা অফিসার শান্তি দাস বসাকের স্বামীর। দীপাঞ্জনকে গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হাওড়ার পেনরো থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন শান্তি। পুলিশ তদন্ত শুরু করে অবশেষে খোঁজ পেল তাঁর।তরফে শান্তি দাস বসাকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'দীপাঞ্জনকে সুস্থ, সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এখন ও ভালই আছে। আমিও নিশ্চিন্ত বোধ করছি। তোমাদের, সংবাদমাধ্যমের বন্ধুদেরও ধ্যন্যবাদ জানাই'।

শান্তি দাস বসাকের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে পুলিশমহলে। দায়িত্ব সামলেছেন রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডিতেও। এছাড়াও মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। এখন তিনি রাজভবনে কর্তব্যরত। শান্তি দাস সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন।

অফিসারের স্বামী দীপাঞ্জন বসাক অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত। শান্তির কথায়, বৃহস্পতিবার হাওড়ার দিকে যাচেছন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন দীপাঞ্জন। তার পর

এরপর ৩ পাতায়

টোটো নিয়ে কড়াকড়ি! নয়া 'ব্যবস্থা' নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রাজ্যের প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা এখন টোটোকে ঘিরে। তবে এই টোটো নিয়ে যানজটের সমস্যাও নতুন নয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে টোটোর দাপাদাপিতে একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে বহুবার। এবার সেই তিন চাকার যান নিয়ে কড়াকড়ি রাজ্য সরকারের।সমস্ত পুরসভা এবং পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই এই এই নীতি প্রণয়ন করা হবে। চালকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে। বিগত কিছু সময়ে অবৈধ ভাবে টোটো তৈরির অভিযোগে বেশ কিছু লেদ কারখানা বন্ধও করা হয়েছে প্রশাসন তরফে। এদিকে যেভাবে টোটোর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে সেখানে দাঁড়িয়ে টোটোর ক্ষেত্রে নিয়মনীতি আনা প্রয়োজন বলে মনে করছে পরিবহন দপ্তর। টোটোর জন্য নির্দিষ্ট রুটও বেঁধে দেওয়া হবে এই নীতির আওতায়। ফলে উভয়পক্ষেরই সুবিধা হবে।টোটোচালকদের জন্য এবার সুনির্দিষ্ট নীতি তৈরি করা হবে। এমনটাই পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের পরিবহণ দফতরের । সূত্রের খবর, কেবল পরিকল্পনা নয় আগামী দু-তিন মাসের মধ্যেই এই নীতি প্রণয়নও করা হবে। জানা যাচ্ছে টোটো চালকদের লাইসেন্স এবং টোটোর রেজিস্ট্রেশন চালু করা হবে।

ব্যস্ত সময়ে শহর থেকে জেলায় জেলায়

এরপর ৩ পাতায়

ডুয়ার্সের চা বাগানে ছাগলের টোপ দিয়ে ধরা হলো চিতাবাঘ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ডুয়ার্সের মেচেনি চা বাগানে ছাগলকে টপ দিয়ে ধরা হলো চিতাবাঘ। বহুদিন ধরে চিতা বাঘের অত্যাচার বিব্রত ছিলেন গ্রামবাসীরা। একের পর এক মুরগি এবং ছাগল নিয়ে যাচ্ছিল ওই চিতা বাঘটি।

দিনের বেলায় বাচ্চারা ঘরের বাইরে বের হতে পারছিলেন না, কোন মহিলা ও ভয় বাইরে আসতে পারছিল না। যেকোনো সময় চলে আসতো চিতাবাঘ, নিয়ে যেত খাবার জিনিস। শেষে বনদপ্তরের কাছে বারবার বলা হলে , বনদপ্তর ছাগলের টোপ দিয়ে ধরে চিতাবাঘ। জালের উপর ছাগল ছিল, চিতাবা কে লোভ দেখিয়ে টপ দিয়ে কাছে নিয়ে আসেন বনদপ্তরে কর্মীরা, কাছে আসতে জাল দিয়ে জড়িয়ে ফেলা হয় ওই চিতাবাঘ টিকে। বন দপ্তরে কর্মীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন এলাকার প্রচুর স্থানীয় মানুষ। ও মানুষের দিন বিরক্ত হয়ে লাঠি এবং বাস নিয়ে এসেছিলেন । বনদপ্তরের কর্মীরা নিজেরাই ধরে ফেলেন চিতাবাঘ কে।

বাংলাদেশে ঢুকছে পাক সেনা, বড় কিছু ঘটতে চলেছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রতিদিন ঢাকার একটা একটা করে অংশে ঢুকছে পাকিস্তানের সেনা, আর প্রতিদিন এখানকার একটা একটা এলাকা শ্মশানের আকার নিচ্ছে", ১৯৭১ সালের ১০ মার্চ, আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রকের অফিসে সিক্রেট টেলিগ্রাম এই ম্যাসেজ গিয়েছিল। ইতিহাস সেই টেলিগ্রামকে চেনে 'ব্লাডি টেলিগ্রাম' নামে।প্রসঙ্গত, এর পরেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন কেউ কেউ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ দুই দেশের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। শিলিগুড়ি করিডরে বাংলাদেশ অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এই করিডর ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তর পূর্ব অঞ্চলকে যুক্ত করে। পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়লে তা ভারতের এই অংশে জঙ্গি উপদ্রবের কারণ হতে পারে ।সেই পাক সেনাই আবার ফিরছে বাংলাদেশে।

রক্তাক্ত সেই ছবি ভুলে গিয়েছে আজকের বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হয়ে বাংলাদেশের রাশ নিজের হাতে নিয়েই ভারত বিরোধীতায় সুর চড়িয়েছেন মহম্মদ ইউনূস। এমনকি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করেতও উদ্যত হয়েছে। এবার সেই দিকে আরও এক পা বাড়াল ইউনূস সরকার। পাক সেনার জন্য দরজা খুলে দিল বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর একটি দলকে। ১৯৭১ সালের ৫৩ বছর পর, পাকিস্তান সেনাবাহিনী আবারও বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল পদমর্যাদার অফিসার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈন্যদের প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান করবেন।

সূত্রের খবর, প্রশিক্ষণ শুরু হবে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। প্রশিক্ষণের প্রথম ধাপ মোমেনশাহী সেনানিবাসে সেনা প্রশিক্ষণ ও ডকট্রিন কমান্ড সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হবে। এক বছরের মধ্যে প্রথম ধাপের প্রশিক্ষণ শেষ হবে। পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আরও ১০টি কমান্ডকে প্রশিক্ষণ দেবে পাকসেনা।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল শাহির শামশাদ মির্জা গত নভেম্বরে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে প্রশিক্ষণের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। প্রস্তাবটি বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকের-উজ-জামান কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। এরপরেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণের জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনবে বলেও বরাত দিয়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ ৪০,০০০ রাউন্ড গোলাবারুদের বরাত দিয়েছিল। যা গত বছরের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি। গত বছর বাংলাদেশ ১২,০০০ রাউন্ড গোলাবারুদ অর্ডার করেছিল। একই সঙ্গে ২০০০ রাউন্ড ট্যাঙ্কের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামুনেশন এবং ৪০ টন আরডিএক্স-এর বরাত দিয়েছে।

নৌবাহিনীর শক্তি বাড়াতে উদ্যত বাংলাদেশ। করাচি বন্দরে পাকিস্তান নৌবাহিনীর সঙ্গে যৌথ মহড়া করবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। যৌথ মহড়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'আমান ২০২৫'। ১৫ বছর পর বাংলাদেশ এমন মহড়ায় অংশ নিচ্ছে। শেখ হাসিনার শাসনকালে বাংলাদেশ এমন মহড়ায় অংশ নেয়নি।

১-ম পাতার পর

গুঞ্জনের কিছু নেই, মুখ্যমন্ত্রী আমাকে হিডকোর চেয়ারম্যান থেকে সরিয়ে দিয়েছেন: ফিরহাদ

মহলের অনেকেই মনে করছেন, সম্প্রতি ফিরহাদ যে সংখ্যালঘু বক্তব্য করেছেন তারই হয়তো প্রভাব। কারণ, দিঘাতে যে জগন্নাথ মন্দির তৈরি হচ্ছে তা হিডকোর অধীনে। আর সেই কারণেই ফিরহাদকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেই কারণেই হয়তো হিডকোর পদ থেকে ফিরহাদকে সরিয়ে দেওয়া হল। বাম জমানায় হিডকো আবাসন দফতরের অধীনে ছিল। সিপিএমের গৌতম দেব আবাসনমন্ত্রী হিসেবে দীর্ঘ দিন হিডকোর চেয়ারম্যান পদে ছিলেন।পালাবদলের পর মমতার মন্ত্রিসভার গোড়া থেকেই হিডকোকে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অধীনে আনা হয়েছিল। সূত্রের খবর, অন্য কেউ নয়, খোদ মুখ্যমন্ত্রীই দায়িত্ব নেবেন হিডকোর। তবে ঠিক কী কারণে তাঁকে এই পদ থেকে সরানো হল, তা মুখ্যমন্ত্রীই বলতে পারবেন বলে জানান ফিরহাদ। এ বিষয়ে ববির সাবধানী মন্তব্য, "কোনও কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। এই যে মন্ত্রী রয়েছি, মেয়র রয়েছি, এটাও তো মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। যিনি দায়িত্ব দিয়েছেন তিনিই নেবেন। এতে অস্বাভাবিক কী আছে!"

১-ম পাতার পর

প্রাইমারির জন্য বড় ঘোষণা, ক্লাস ওয়ান থেকেই এবার চালু সেমিস্টার

আছে। প্রাক প্রাথমিকে ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্কে আনা হবে না। প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে গোটা শিক্ষাবর্ষে ৮০০ ঘণ্টা অতিক্রান্ত করতে হবে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে গোটা শিক্ষাবর্ষে ১০০০ ঘণ্টা অতিক্রান্ত করতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে সিঙ্গল সেমিস্টারে ৩৭৬ ঘণ্টা করে ও তৃতীয় থেকে পঞ্চম সিঙ্গল সেমিস্টারে ৪৬০ ঘণ্টা কাটাতে হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে ৬০ ঘণ্টার।

১-ম পাতার পর

কলকাতায় ১৭ জন শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করলো কলকাতা পুলিশ

বিহার রাজ্যে। এটা জানতে পেরেই কলকাতা শহরে লিগ্যাল এইডের অফিসাররা পুলিশের সাহায্য নিয়ে এই অভিযান চালায়। তখন নানা হোটেল-সহ কয়েকটি ছোট কারখানা থেকে এই শিশু শ্রমিকদের উদ্ধার করা হয়। এই বিষয়ে লিগ্যাল এইডের সচিব তথা বিচারক মৌ ঘটক মজুমদার বলেন, 'এই অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে এমন অভিযান চলছে।

১-ম পাতার পর

খোঁজ মিলল রাজভবনের দায়িত্বে থাকা মহিলা অফিসারের স্বামীর

থেকেই আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁর। একাধিকবার ফোন করলেও পাওয়া যায়নি তাঁকে।

সারা রাতে বাড়ি না ফেরায় শুক্রবার সকালে স্থানীয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন শান্তি। অফিসারের কথায়, 'গত কয়েক দিন ধরেই ওর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছিলাম। সব কিছুতেই যেন অনীহা ছিল। মন খারাপ করে বসে ছিল। ওর নিখোঁজের কথা প্রশাসনিক স্তরে জানিয়েছি। রাজভবনেও খবর দেওয়া হয়েছে। ও ফিরলে মনোবিদের কাছে নিয়ে কাউন্সেলিং করাব।'স্বামীর নিখোঁজের খবর সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছবি-সহ পোস্ট করেন শান্তি। যেখানে লিখেছেন, 'আমার স্বামী দীপাঞ্জন নিখোঁজ। পরিবারের সকলেই আমরা খুব চিন্তায় আছি। ওঁর সম্পর্কে কারও কাছে যদি কোনও তথ্য থাকে তাহলে আমাদের জানান দয়া করে।'

২ পাতার পর

টোটো নিয়ে কড়াকড়ি! নয়া 'ব্যবস্থা' নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এই পরিষেবা সূচনার ফলে শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে সফরকারী ভারতীয় নাগরিকরা ইউপিআই ব্যবহার করতে পারবেন, পাশাপাশি সে দেশের নাগরিকরাও ভারতে এলে এই পরিষেবার সুবিধা লাভ করবেন। মরিশাসে রূপে কার্ড পরিষেবা চালুর ফলে ভারত ও মরিশাস উভয় দেশই উপকৃত হবে।

টোটো নিয়ে কড়াকড়ি! নয়া 'ব্যবস্থা' নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এই মুহূর্তে ঢাকা সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ চিকিৎসার জন্য কলকাতায়। এর আগে তিনি চট্টগ্রামে আদালতে গিয়েছিলেন চিন্ময় মহারাজের হয়ে সওয়াল করতে।

কিন্তু তখন আদালত তাতে রাজি হয় নি। আগামী ২ জানুয়ারি রয়েছে বাংলাদেশের কোর্টে চিন্ময়প্রভুকে ঘিরে মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ। তার আগে বর্তমানে তাঁর আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ রয়েছেন ব্যারাকপুরে। তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

বাংলাদেশকে শিক্ষা দিতে গাড়ির যন্ত্রাংশ পাঠাবে না দিল্লির ব্যবসায়ীরা

খান্ডেলওয়াল জানান, বাংলাদেশে নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সৃষ্ট এই সংকট মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

এদিকে হত্যাসহ নানা অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। তবে ভারত এখনো এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এই বিষয়টি নয়াদিল্লির জন্য একটি বড় কূটনৈতিক জটিলতা তৈরি করেছে।

সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাইকমিশনার মহেশ সাচদেব জানান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যর্পণ অনুরোধের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারেন। তিনি বলেন, ভারতের প্রত্যর্পণ অনুরোধ যেমনভাবে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ বিভিন্ন শর্তে প্রত্যাখ্যান করেছিল, হাসিনাও তেমনি বলতে পারেন তিনি তার দেশের সরকারকে বিশ্বাস করেন না এবং তাঁর প্রতি অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাচদেব আরো বলেন, প্রত্যর্পণ চুক্তি রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রত্যর্পণের সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়।

২ পাতার পর

বাঘিনী জিনাত ধরা দিচ্ছে না, নাজেহাল বনকর্মীরা

খুঁজে নেয়। এই বাঘিনী সেই তাগিদে সম্ভবত কোনো বাঘকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পছন্দের বাঘ না মেলায় সে একটার পর একটা এলাকা অতিক্রম করে এই রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ বোর্ডের সদস্য জয়দীপ কুণ্ডু বলেন, এই বাঘ খাঁচা জিনিসটা চেনে, খাঁচাতে করেই তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অতীতে। তাই সে খাঁচা থেকে দূরে থাকছে। আর সে এই জঙ্গল থেকে খাবার পেয়ে যাচ্ছে, তাই টোপের দিকে খুব একটা আকৃষ্ট হচ্ছে না। এখন সাধারণ মানুষকে ওই জঙ্গল থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে।

গত ১৫ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের তাড়োবা-আন্ধারী বাঘ প্রকল্প থেকে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার সিমলিপাল বাঘ প্রকল্পের জন্য আনা হয় তিন বছরের জিনাতকে। সেখানে বাঘিনীটিকে পরানো হয় রেডিও কলার। কিন্তু সিমলিপাল বাঘ প্রকল্প থেকে পাশের পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রামে ঢুকে পড়ে সেটি। গত রবিবার বাঘিনীটি চলে যায় বন্দোয়ানের রাইকা পাহাড়ের জঙ্গলে।

রেডিও কলার থাকায় জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে জিনাতের গতিবিধি জানা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মানুষের সুরক্ষার জন্য এখন শুধু জিপিএস নজরদারির ওপর ভরসা করে বসে থাকতে চাইছেন না বন বিভাগের কর্মকর্তারা। ইতোমধ্যেই জিনাতের অবস্থান করা ওই জঙ্গলে কয়েকটি স্মার্ট ক্যামেরা বসিয়েছেন তারা।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩৪৯ সংখ্যা ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ শনিবার ১২ পৌষ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

টোটো নিয়ে কড়াকড়ি! নয়া 'ব্যবস্থা' নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

চিকিৎসার জন্য এইমসে চলছে তাঁর চিকিৎসা। এরই মাঝে লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারে তাঁকে নিজে এসে কলকাতার ইসকনে নিয়ে যান, ইসকন কলকাতার ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমন দাস। চিন্ময়কৃষ্ণের আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ এর আগে বাংলাদেশে ওই মামলা লড়ার সময় বহু চ্যালেঞ্জের পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন। এই মামলা গ্রহণের পর তিনি লাগাতার হুমকি পাচ্ছেন বলেও খবর। এই নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, তিনি কি কোনও আশঙ্কা করছেন? বর্ষীয়ান এই আইনজীবীর সাফ কথা,'কোনও আশঙ্কা করিনা। বিভিন্ন লেখালিখি হচ্ছে, আই ডোন্ট কেয়ার। আমাদের মূল কথা বল, আমরা মানুষের সেবা করি। সেবা করতেই থাকব। আমার কোনও রাজনৈতিক পরিচিতি নেই।' তিনি মেরুদন্ড সোজা করে থাকতে জানেন। বয়সের ভারে লাঠি ছাড়া চলতে পারেন না। কিন্তু মনে আছে প্রবল জোর।

কলকাতা ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমন দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের এই আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। দুই তরফেই কথা হয় বেশ খানিকক্ষণ। রবীন্দ্র ঘোষ সেই কথপকথনের সময়ই বলেন,'মানবাধিকার অ্যাকটিভিস্ট হিসাবে এটা আমার দায়িত্ব যে সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষা। আমি এটা করে যাচ্ছি। আমি আমৃত্যু তা করব। আগামী ২ জানুয়ারি চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর মামলা রয়েছে বাংলাদেশের কোর্টে। তার আগে, আজ ইসকনে যাওয়ার আগে রবীন্দ্র ঘোষ বলেন, 'মুক্ত করব, এটা সংকল্প।' তিনি বলেন, ইসকন মন্দিরে প্রসাদ খাওয়ার আর্জি তাঁর। তিনি বলেন,' ২ তারিখে কোর্টে কেস আছে, তার আগে ফিরব, শরীরের অবস্থা ভালো নয়, তারপরও যাব।'

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী 'সুপোষিত গ্রাম পঞ্চায়েত' অভিযানের সূচনা করেন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত বীর বাল দিবস অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তৃতীয় বীর বাল দিবস আয়োজন উপলক্ষ্যে উপস্থিত জনগণকে সম্ভাষণ করে তিনি বলেন, তাঁর সরকার সাহেবজাদাদের অতুলনীয় সাহসীকতা ও আত্মত্যাগের স্মরণে বীর বাল দিবস চালু করেছে। এই দিনটি এখন কোটি কোটি ভারতবাসীর কাছে জাতীয় অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে এবং অনেক শিশু ও যুবককে অদম্য সাহস দেখাতে অনুপ্রাণিত করছে। শ্রী মোদী বীর বাল পুরস্কারে ভূষিত ১৭ জন শিশুর প্রশংসা করে বলেন, সাহসীকতা, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খেলাধুলা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এরা পুরস্কৃত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী গুরু এবং বীর সাহেবজাদাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি পুরস্কার বিজয়ী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অভিনন্দন জানান।

সাহসী সাহেবজাদাদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে শ্রী মোদী বলেন, বর্তমান প্রজন্মের যুবক যুবতীদের সেইসব সাহসিকতার গল্প জানা প্রয়োজন এবং সেগুলি মনে রাখাও জরুরি। তিন শতাব্দী আগে এই দিনে বীর সাহেবজাদারা তাঁদের আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাহেব জোরুয়ার সিং এবং সাহেব ফতে সিং শৈশবে অসীম সাহসী ছিলেন। মুঘলদের সমস্ত প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে, যাবতীয় নৃশংসতা সহ্য করে উজীর খানের দেওয়া মৃত্যুদণ্ড সাহসীকতার সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন। শ্রী মোদী বলেন, সাহেবজাদারা তাঁকে গুরু অর্জুন দেব, গুরু তেগ বাহাদুর এবং গুরু গোবিন্দ সিং-এর সাহসিকতার কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বীর বাল দিবস আমাদের শেখায় যে পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, জাতি ও জাতীয় স্বার্থের চেয়ে বড় কিছু নয়। তিনি বলেন, 'দেশের জন্য করা প্রতিটি কাজই বীরত্বের এবং দেশের জন্য বেঁচে থাকা প্রত্যেক শিশু ও যুবক দেশমাতৃকার সাহসী সন্তান।'

শ্রী মোদী বলেন, এবারের বীর বাল দিবস আরও বিশেষ কারণ এটি ভারতীয় সাধারণতন্ত্র এবং আমাদের সংবিধান প্রতিষ্ঠার ৭৫-তম বছর। সাহসী সাহেবজাদাদের কাছ থেকে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য কাজ করার অনুপ্রেরণা পান দেশের নাগরিকরা। তিনি বলেন, আমাদের গণতন্ত্র সমাজের একেবারে প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষটির উন্নতির জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে। সংবিধান আমাদের শেখায় এই দেশে কেউ ছোট বা বড় নয়। তিনি বলেন, সাহেবজাদাদের জীবন আমাদের জাতীয় অখণ্ডতা ও আদর্শের সঙ্গে আপোষ না করতে শেখায় এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার নীতিকে সমর্থন করে সংবিধান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের গণতন্ত্রের বিশালতা, গুরুদের শিক্ষা, সাহেবজাদাদের আত্মত্যাগ এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।

শ্রী মোদী বলেন, অতীত থেকে এখনও পর্যন্ত দেশের তরুণ প্রজন্ম ভারতের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে ২১ শতকের আন্দোলন প্রতিটিতেই ভারতীয় যুবকরা যে বিশেষ অবদান রেখেছে, প্রধানমন্ত্রী তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যুব শক্তির কারণেই বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে আশা ও প্রত্যাশার সঙ্গে ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বিজ্ঞান, খেলাধুলা, উদ্যোগ, যুব শক্তি নতুন বিপ্লবের জন্ম দিচ্ছে। তাই সরকারি নীতিতে এখন সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে তরুণদের ক্ষমতায়নে। তিনি বলেন, স্টার্টআপ, ইকো সিস্টেম, মহাকাশ অর্থনীতি, খেলাধুলা ও ফিটনেস ক্ষেত্র, ফিনটেক, উৎপাদন শিল্প, দক্ষতা উন্নয়ন সব ক্ষেত্রেই যুবকদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। দেশের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত তরুণরা এই সব ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ পাচ্ছেন এবং তাদের মেধা ও আত্মবিশ্বাস তুলে ধরতে সরকারের সহযোগিতা পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে নতুন নতুন চাহিদা, প্রত্যাশা ও ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা তৈরি হচ্ছে। তিনি গতানুগতিক সফটওয়্যার থেকে এআই এবং মেশিন লার্নিং-এর দিকে পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যুবকদের ভবিষ্যৎমুখী হয়ে ওঠার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে অনেক আগেই এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এখানে শিক্ষার আধুনিকীকরণের পাশাপাশি শিক্ষার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা হয়েছে। ছোট শিশুদের মধ্যে উদ্ভাবনের প্রচারের জন্য ১০,০০০-এরও বেশি অটল টিঙ্কারিং ল্যাব চালু করা হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, মেরা যুব ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক সুযোগ প্রদান করে যুবকদের মধ্যে সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা।

সুস্থ থাকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শ্রী মোদী বলেন, একজন সুস্থ যুবক একটি সক্ষম জাতীকে নেতৃত্ব দিতে পারে। ফিট ইন্ডিয়া এবং খেলো ইন্ডিয়ার মতো উদ্যোগগুলি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সুস্থতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী সুপোষিত গ্রাম পঞ্চায়েত অভিযান চালু করার কথা ঘোষণা করেন। এই অভিযান অপুষ্টি দূর করতে এবং উন্নত ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর গড়ে তুলতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা গড়ে তুলবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বীর বাল দিবস নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ও নিজেদের সর্বোচ্চ মানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে। তিনি তরুণদের তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেরা হয়ে ওঠার জন্য আহ্বান জানান। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে আমাদের রাস্তা, রেল নেটওয়ার্ক এবং বিমান বন্দর পরিকাঠামো বিশ্বের সেরা হওয়া উচিত। অন্যদিকে যদি উৎপাদন ক্ষেত্রে আমরা কাজ করি তাহলে আমাদের সেমি-কন্টাক্টর, ইলেক্ট্রনিক্স এবং অটো গাড়ি বিশ্বের মধ্যে সেরা হওয়া উচিত। পর্যটনের ক্ষেত্রে আমাদের ভ্রমণ সুবিধা, আতিথেয়তা সেরা হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণের অনুপ্রেরণা আসে সাহেবজাদাদের সাহসিকতা থেকে। আমাদের সংকল্প দেশের যুবকদের সক্ষমতার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা। তিনি বলেন, ভারতের যে যুবকরা বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থাগুলির নেতৃত্ব দিতে পারে, আধুনিক বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে এবং প্রতিটি বড় দেশে ও অঞ্চলে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে, তখন তারা তাদের দেশের জন্য নিশ্চয়ই সেরা হয়ে উঠবেন। শ্রী মোদী বলেন, প্রতিটি যুগে দেশের যুবকরা দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করার সুযোগ পায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যেমন ভারতীয় যুবকরা বিদেশী শক্তির অহংকার চূর্ণ করে নিজেদের লক্ষ্য পূরণ করেছিল, তেমনই বর্তমান তরুণদের লক্ষ্য উন্নত ভারত। আগামী ২৫ বছরে দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্য অবশ্যই অর্জন করা সম্ভব হবে বলে প্রধানমন্ত্রী আস্থা প্রকাশ করেন। তিনি তরুণদের নিজেদের সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। যেসব যুবকদের পরিবার কখনও সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত ছিল না এমন ১ লক্ষ যুবকদের রাজনীতিতে আনার বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা করে শ্রী মোদী বলেন, সারা দেশের গ্রাম শহর এবং শহরতলির লক্ষ লক্ষ যুবক এই কাজের মাধ্যমে উন্নত ভারতের পথদিশা তৈরিতে অংশ নিতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, আগামী দশক, বিশেষ করে আগামী ৫ বছর অমৃতকালের ২৫ বছরের সংকল্পগুলি পূরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেশের সমগ্র যুব শক্তিকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তরুণদের সমর্থন, সহযোগিতা ও শক্তি ভারতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে প্রধানমন্ত্রী আস্থা প্রকাশ করেন। তিনি গুরু বীর সাহেবজাদা এবং মাতা গুজরি জির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

হে মাতালক্ষ্মী তুমি সকলের ঘরে অচলা হয়ে থেকো...

জয় মা লক্ষ্মী

জয় লক্ষ্মী নারায়ণের জয়

সবাইকে জানার জন্য শেয়ার করুন।

শাস্ত্রের উপর লেখা একাধিক প্রাচীন বইয়ে এমন অনেক মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাদেরকে কাজে লাগিয়ে বাস্তবিকই জীবনের ছবিটা বদলে ফেলা সম্ভব। কারণ এই সব মন্ত্রের শরীরে এত মাত্রায় পজেটিভ শক্তি মজুত থাকে যে সেগুলি পাঠ করা মাত্র সেই শক্তি আমাদের গৃহস্থের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে যায়। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চৌত্রিশতম পর্ব)

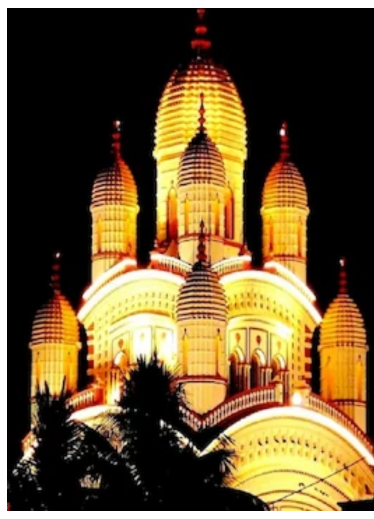

পরবর্তী যুগের কালীকল্পনা থেকে আলাদা। এখানে শিন পুনরায় বলেছেন যে কালী কোনওমতেই বৈদিক মাতৃকা নন, তিনি অবৈদিক ঐতিহ্য থেকে এসেছেন (৭২)। রক্তপাত ও রক্তবর্ণ যেহেতু কালীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এই আদিবর্ণনায়, এক্ষেত্রে আমরা হরপ্পা সভ্যতার কথা পুনরায় স্মরণ করতে পারি। ঊষা ও নিশা উভয়েই নিশ্চিতভাবে রাত্রির সেই মুহূর্তটির আগে ও পরে অবস্থান করেন যখন রাতের দিগন্ত স্পষ্ট রক্তবর্ণ ধারণ করে, নিশার পরে, ঊষার আগে লাল রং ধরে আকাশে। এছাড়া বলির রং লাল। জন্ম ও মৃত্যুর রং লাল।

প্রসঙ্গত লাল সিঁদুরচর্চিত মূর্তি পাওয়া গেছে নওশারো, বালোচিস্তান থেকে। ছবি রইল।

"আধুনিক কালে যে-রকম প্রতিমার গায়ে সিঁদুর মাখাবার প্রথা আছে হরপ্পা-সংস্কৃতির মূর্তিকাগুলির গায়েও সেইভাবে এবং অবশ্য একই উদ্দেশ্যে লাল রঙ মাখানো হতো বলেই অনুমান হয়। অবশ্য

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পাকিস্তানে জন্ম নেয়া মনমোহন সিং: ভারতের অর্থনৈতিক ঐতিহ্যের অনন্য ব্যক্তিত্ব

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পাকিস্তানে জন্ম নেয়া ড. মনমোহন সিংহের নাম স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। ভারতের অর্থনৈতিক মহাসন্ধিক্ষণের অন্যতম স্রষ্টা হিসেবে তার অবদান ভুলে যাওয়ার নয়। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নরসিংহ রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি যে উদার আর্থনীতির পথপ্রদর্শক ছিলেন, তা আজও দেশের আর্থিক নীতির ভিত্তি। মনমোহনের জন্ম ১৯৩২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের চকওয়াল জেলার গ্রাম গাহে। দেশভাগের সময় তিনি তার বাবা গুরুমুখ সিংহ এবং মা অমৃত কৌরের সঙ্গে ভারতে চলে আসেন এবং অমৃতসরে তাদের নতুন জীবন শুরু হয়। শিক্ষায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। চণ্ডীগড়ের পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শেষ করার পর, তিনি ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিফিল ডিগ্রি লাভ করেন। তার শ্রেষ্ঠত্বের একটিও নিদর্শন ছিল, তিনি কখনো ক্লাসে দ্বিতীয় হননি। ১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের বাণিজ্য ও উন্নয়ন শাখায় কাজ শুরু করেন তিনি, পরে দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭২ সালে তিনি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং ১৯৭৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব হন। ১৯৮২ সালে তিনি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সেই পদে ছিলেন। ১৯৯১ সালে, তিনি পিভি নরসিংহ রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন, যেখানে তার নেতৃত্বে ভারতীয় অর্থনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয়। ভারতের অর্থনীতির উন্মুক্তকরণের পথে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার গঠন করার পর, সনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা না থাকায় মনমোহন সিংকে প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি। তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ২০০৮ সালে বামদলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারত-আমেরিকা পরমাণু চুক্তিতে স্বাক্ষর করা, যা তার নেতৃত্বের সাহসিকতার নিদর্শন। ২০০৯ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসে এবং মনমোহন সিংহ দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হন। তবে, ২০১৪ সালে তিনি তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে লড়বেন না বলে ঘোষণা দেন, এবং ২৬ মে সেই পদে নরেন্দ্র মোদী শপথ নেন। মনমোহন সিংহের প্রধানমন্ত্রিত্বে ভারতের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। বিমুদ্রাকরণ ও কোভিড-পরবর্তী মন্দা নিয়ে তিনি মোদী সরকারের আর্থিক নীতির সমালোচনা করেছেন এবং একাধিক পরামর্শ দিয়েছেন। ২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সময় ভারতের অর্থনীতি যে সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তা তার নেতৃত্বের শক্তিশালী ইঙ্গিত। ভারতের প্রথম অহিন্দু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ড. মনমোহন সিংহ এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং তার অবদান ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাসে চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে।

মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে ভারতে ৭ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং দেশটির প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা মনমোহন সিং ৯২ বছর বয়সে বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) দিল্লির এইমসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার মৃত্যুতে ভারতের সরকার ৭ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানায়, সরকার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য হবে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়। এছাড়া, তার সম্মানে দেশব্যাপী সকল সরকারি অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে এবং আগামী সাতদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে।

এ দিন, দুপুর ১১টায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে শোকের ঘোষণা দেওয়া হবে। এই সময়ে কংগ্রেস দলও তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনসহ আগামী সাত দিনের সকল আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কংগ্রেসের পতাকাও অর্ধনমিত রাখা হবে এই শোকের সময়কালজুড়ে।

মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকপ্রকাশ করেছেন। একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে ভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা মনমোহন সিং ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার নেতৃত্বে ভারত অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়, যার ফলে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয় দেশটির অর্থনীতি।

বাঘিনী জিনাত ধরা দিচ্ছে না, নাজেহাল বনকর্মীরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে ওড়িশার সিমলিপাল বাঘ প্রকল্প থেকে পালিয়ে আসা একটি বাঘিনী। বাঘিনীটির নাম জিনাত। সম্প্রতি এ ঘটনা ঘটে বলে বন দপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তবে এখনো পর্যন্ত বাঘিনীটিকে বাগে আনতে পারেননি কর্মীরা।

তাই সাধারণ মানুষকে ওই জঙ্গল থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে বলা হয়েছে। জিনাতকে ধরতে এরই মধ্যে একাধিক ফাঁদ পাতা হয়েছে। তাতে ছাগল ও মহিষের মাংসের টোপ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেসব ফাঁদে পা দেয়নি জিনাত। বরং স্থানীয়দের গৃহপালিত ছাগল শিকার করছে। এতে আতঙ্কে রয়েছেন জঙ্গলের আশপাশের বাসিন্দারা।

বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ শিবাজী ভট্টাচার্য বলেন, বাঘ খুব বুদ্ধিমান প্রাণী। নিজের এলাকার ছেড়ে সে যখন বেরিয়েছে, তার মানে বুঝতে হবে খুব সতর্ক রয়েছে। সতর্ক মানুষকে দিয়ে যেমন ইচ্ছামতো কাজ করানো যায় না, এই বাঘিনীকেও করানো যাচ্ছে না। হয়তো ওর ফাঁদে পড়ার পুরনো অভিজ্ঞতা আছে, তাই ফাঁদে ধরা দিচ্ছে না। টোপের খাবার খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, বাঘ একা থাকতে ভালোবাসে। একমাত্র প্রজননের সময় সে সঙ্গী খুঁজে বেড়ায়। বেড়াল প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে ফিমেলরা স্বয়ংবরা হয়। তারা নিজেরাই সঙ্গী

এরপর ৩ পাতায়

সিনেমার খবর

কেমন পাত্র চাই রাশ্মিকার?

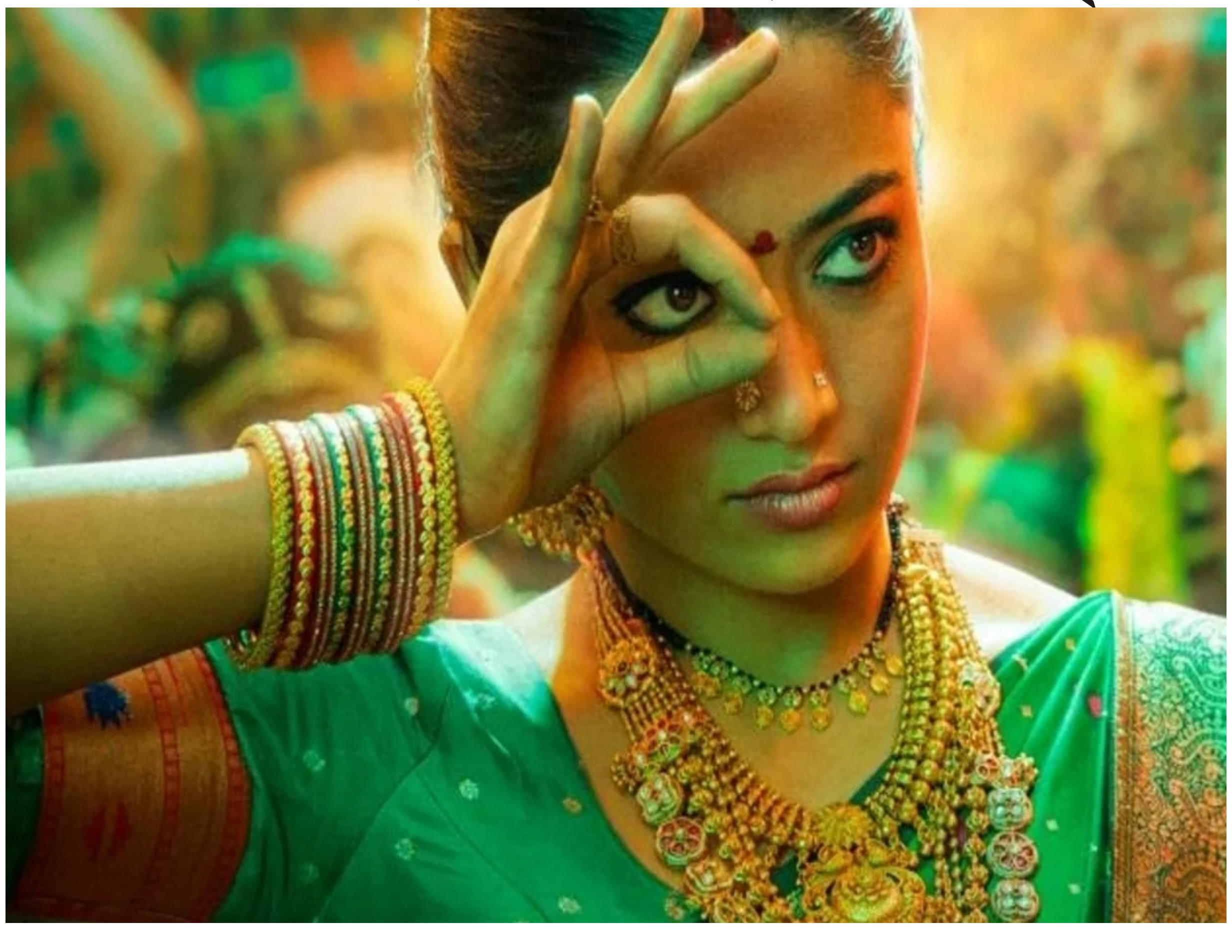

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

'পুষ্পা ১'-এর মতোই 'পুষ্পা ২' সিনেমাতেও রাশ্মিকা মান্দনার অভিনয় ও নাচ প্রশংসা কুড়াচ্ছে। নায়িকার কেবল অভিনয় জীবনই নয়, বার বারই চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে তার ব্যক্তিগত তথা প্রেমজীবনও। ধাপে ধাপে সম্পর্কে সিলমোহর দিচ্ছেন বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও রাশ্মিকা মান্দানা! বহু দিন ধরেই বিনোদন পাড়ায় তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা। সেই জল্পনাকে পরোক্ষ ভাবে স্বীকৃতির দিলেও সংবাদমাধ্যমের সামনে এখনও মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছেন যুগলে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রাশ্মিকা জানিয়েছেন, কেমন পাত্র চাই তার।

সম্পর্ক নিয়ে মুখ না খুললেও রাশ্মিকা স্পষ্ট জানিয়েছেন কেমন জীবনসঙ্গী চাই তার। নায়িকা বলেন, ;আমার জীবনের প্রতিটি পর্বে আমার পাশে থাকবে এমন সঙ্গী চাই আমার। আমার সেই স্বান্ত্বনা, নিরাপত্তা এবং সহানুভূতি দরকার।'

জবাবে নায়িকা আরও বলেন, 'আমার জন্য সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সম্মান। একে অপরকে সম্মান করা, যত্ন করা, পাশে থাকা সম্পর্কের সমীকরণ এতেই মজবুত হয়ে ওঠে। আমার সঙ্গী যে হবে, সে যেন আমায় খুব ভালোবাসে, আমার যত্ন করে, এক জন ভালো হৃদয়ের মানুষ হয়। আমি ওই রকমই, তাই আমার সঙ্গীকেও এমনই হতে হবে। আমার মনে হয়, আমি যে রকম সঙ্গী ঠিক তার উল্টো হলে আমাদের সম্পর্ক বেশি দিন টিকবে না।'

রাশ্মিকা মনে করেন, প্রেমের সম্পর্কে বন্ধুত্ব থাকাটাও জরুরি। অভিনেত্রী বলেন, 'সঙ্গী এমন বন্ধু হবে যে ভালো দিনেও আপনার পাশে থাকবে, আবার খারাপ দিনেও আপনার হাত শক্ত করে ধরে রাখবে।'

রাশ্মিকার প্রথম বিয়ে খুব বেশি দিন টেকেনি। ২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া 'গীত গোবিন্দম' ছবিতে বিজয়ের বিপরীতে জুটি বেঁধে অভিনয় করেন রাশ্মিকা। ছবি মুক্তি পাওয়ার পর বিজয় এবং রাশ্মিকার সম্পর্কের রসায়ন মনে ধরে যায় দর্শকের। অনেকেই মনে করেন, বিজয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় হওয়ার কারণেই নাকি বিয়ে ভেঙে দেন রাশ্মিকা। তবে সম্পর্ক নিয়ে রাশ্মিকা এবং রক্ষিত কেউই মুখ খোলেননি। এখন বিজয়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করলেও সম্পর্কে নিয়ে খুব বেশি চর্চা হোক তা কখনই চান না রাশ্মিকা।

আসছে থ্রি ইডিয়টস-মুন্নাভাইয়ের সিক্যুয়েল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

হিন্দি ছবির অন্যতম দুই জনপ্রিয় এবং আইকনিক ছবি 'থ্রি ইডিয়টস' ও 'মুন্না ভাই'-এর সিক্যুয়েল আসতে চলেছে। সদ্যই 'টুয়েলভ ফেল' ছবির পরিচালক বিধু বিনোদ চোপড়া এমনই এক সুখবর দিয়েছেন। সম্প্রতি বিধু বিনোদ চোপড়া তার একটি ডকুমেন্টারি ছবির প্রচারে এসে এই দুই ছবির সিক্যুয়েল নিয়ে কথা বলেন। তিনি এদিন কথা প্রসঙ্গে জানান, আমি 'থ্রি ইডিয়টস' এর সিক্যুয়েল এবং 'মুন্নাভাই থ্রি', দুটো ছবিই লিখছি। আর তাছাড়া আমি চেষ্টা করছি যাতে বাচ্চাদের জন্য একটা ছবি বানানো যায়। যদিও এখনও সেই ছবির নাম ঠিক করা হয়নি। এছাড়া আমি একটা হরর কমেডি লিখছি, সেটা দারুণ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে।

বিনোদ আরও বলেন, 'প্রথমে আমরা ১ থেকে ২ বছর ধরে লিখব, তারপর সেটা থেকে ছবি বানানো হবে। আশা করি 'টু ইডিয়টস এবং মুন্নাভাই থ্রি শীঘ্রই আসবে।'

উল্লেখ্য, 'থ্রি ইডিয়টস' এবং মুন্নাভাই ফ্র্যাঞ্চাইজির দুটি ছবি অর্থাৎ 'লাগে রাহো মুন্নাভাই' এবং 'মুন্নাভাই' এমবিবিএস ছবি তিনটিই রাজকুমার হিরানি পরিচালনা করেছেন এবং প্রযোজক ছিলেন বিধু বিনোদ চোপড়া। মুন্নাভাই হিসেবে সঞ্জয় দত্তকে দেখা গিয়েছিল, অন্যদিকে থ্রি ইডিয়টস ছবিটিতে আমির খান, আর মাধবন এবং শর্মন যোশী ছিলেন। উক্ত এই তিনটি ছবি শুধু বক্স অফিসে দারুণভাবে সফল, এমনও নয়; এই তিন ভারতীয় ছবি সারা বিশ্বে আইকনিক ছবি হিসেবেও পরিচিতি।

বলা বাহুল্য, নতুন সিক্যুয়েলের এই তথ্য দর্শকদের কাছে দারুণ একটি খবর। কারণ, বহুদিনের জল্পনা-কল্পনা চলার পর এবার স্বয়ং এক পরিচালক সিলমোহর দিলেন। সে থেকে দর্শকদের আশা-আগ্রহও এখন তুঙ্গে।

শাহরুখ খানকে নিয়ে আবারও বিস্ফোরক গায়ক অভিজিৎ

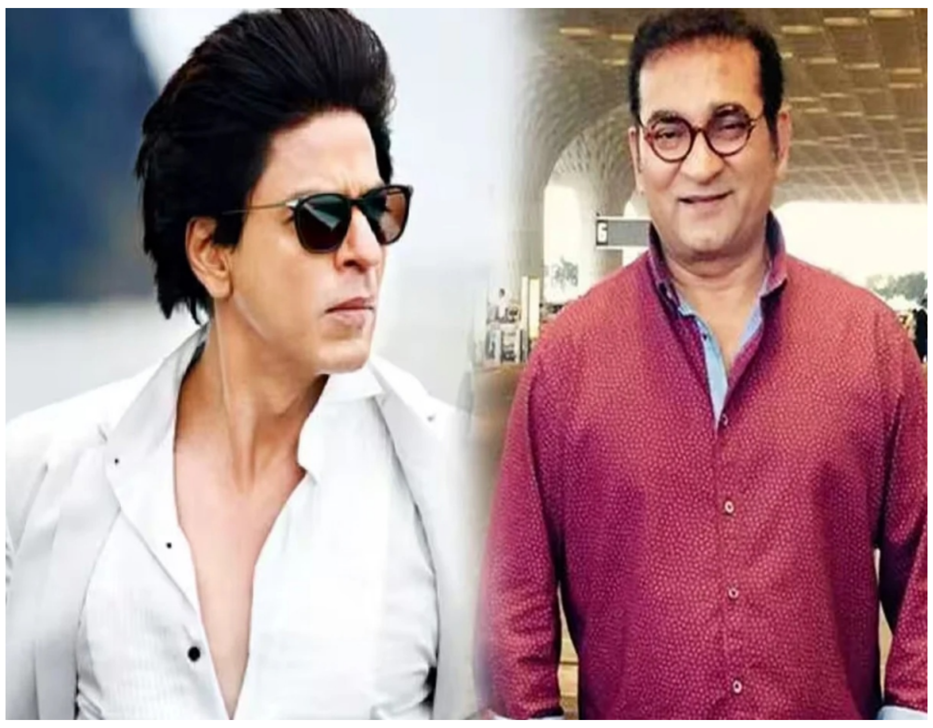

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

এক সময় শাহরুখ খানের সিনেমা মানেই ছিল অভিজিৎ ভট্টাচার্যের কণ্ঠের গান। একসময় মশকরা করে বলা হত, বাঙালি গায়কের গানের জেরেই ইন্ডাস্ট্রি তাঁকে 'বাদশা' তকমা দিয়েছে। সেই নাম এখন অনুরাগীদের মুখে মুখে। কুমার শানু কিংবা উদিত নারায়ণের গানেও লিপ দিয়েছেন শাহরুখ, কিন্তু অভিজিৎ ভট্টাচার্যর কণ্ঠে বলিউড সুপারস্টারের সিনেমায় যে কটা গান রয়েছে, তার সবকটাই চার্টবাস্টারে একচেটিয়া রাজত্ব করেছে একসময়ে। কিন্তু ২০০৯ সালের পরই সেই শাহরুখ-অভিজিৎ জুটিতে ভাঙন ধরে। শোনা যায়, কিং খানের সঙ্গে অভিজিতের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে 'বিল্লু'র সময়ে থেকে। তার পর থেকে আর শাহরুখের সঙ্গে কাজ করেননি অভিজিৎ। এমনকি সালমান খানের কোনও সিনেমাতেও তার গান আর শোনা যায় না। কেন?

সম্প্রতি এপ্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য। গায়ক সাক্ষাৎকারে বসার আগেই সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, শাহরুখের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত কোনও কারণে সম্পর্কের অবনতি হয়নি। বরং পেশাগত কারণেই দূরত্ব বেড়েছে। ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে ডুয়া লিপার কনসার্টে 'বাদশা' গানের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় সকলে যখন শাহরুখ খানকে নিয়ে মাতামাতি করছিলেন, তখন ক্ষোভপ্রকাশ করে অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, 'গায়কদের কেউ মনে রাখে না'। এবার ফের অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফের একবার বিস্ফোরক গায়ক। সালমানকে নিয়ে কোনও মন্তব্য তিনি করতে চাননি। কিন্তু কেন শাহরুখ খানের সিনেমার জন্য তিনি আর গান করেন না, সেকথা জানিয়েছেন।

সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের এক সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ ভট্টাচার্যের মন্তব্য, "যথেষ্ট চর্চা হয়েছে এই বিষয়ে। আমি পরিষ্কার করে একটা কথা বলে দিতে চাই যে, আমি শাহরুখের জন্য গাইতাম না। গায়ক হিসেবে নিজের কাজটাই করেছি। কিন্তু যখন দেখলাম, ওরা সকলকে সম্মান দিচ্ছে। এমনকি সেটের চা বিক্রেতাকে সেই জায়গাটা দিচ্ছে, কিন্তু গায়কদের প্রতি কোনও কৃতজ্ঞতাবোধ নেই, আমার মনে হল- 'আর কেন ওদের সিনেমার জন্য গান গাইব?'" ভবিষ্যতে কি এই দ্বন্দ্ব মেটার কোনও সম্ভাবনা আছে? বা শাহরুখের সিনেমায় আবার গান গাইবেন? প্রশ্ন যেতেই অভিজিতের জবাব, "ওর সাপোর্টের দরকার নেই আমার।"

আইরাকে মিস করেন সৃজিত, সংসার ভাঙার গুঞ্জন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

কখনো দূরত্ব ভালোবাসা বাড়ায়, আবার দূরত্ব নাকি বিচ্ছেদের বাহানাও খোঁজে। নতুন করে গুঞ্জন উঠেছে, এমনটাই নাকি হতে যাচ্ছে দুই বাংলার দুই জনপ্রিয় মুখ রাফিয়াত রাশিদ মিথিলা-সৃজিত মুখার্জির ক্ষেত্রে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, টলিপাড়ার অন্দরে এখন জোর চর্চা, সত্যিই নাকি বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন সৃজিত-মিথিলা। বহুদিন ধরেই আলাদা থাকছেন মিথিলা ও সৃজিত। ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্বের জন্য মেয়ে আইরাকে খুব মিস করছেন সৃজিত। বর্তমানে দু'জন রয়েছেন কাটাঁতারের দুইপ্রান্তে। একজন বাংলাদেশে, অন্যজন কলকাতায়। যদিও এখনো এই বিষয়ে দু'জনের কেউই মুখ খোলেননি।

বলা হয়েছে, বিয়ের পর মেয়ে আইরাকে নিয়ে বছর খানেক কলকাতাতে থিতু হয়েছিলেন বাংলাদেশি অভিনেত্রী। কিন্তু সেসব এখন অতীত। আইরাকে ফের বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনেছেন মিথিলা। ভর্তি করিয়েছেন এখানকার স্কুলে। বর্তমানে মায়ের পরিবারের সঙ্গেই থাকছেন মিথিলাকন্যা। ভারতীয় গণমাধ্যমটি আরও জানায়, বৈবাহিক জীবনে এই তারকা দম্পতির মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা সৃজিতের জন্মদিনে আরও বেশি স্পষ্ট হয়েছে। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর নির্মাতার জন্মদিনেও তার পাশে দেখা মেলেনি মিথিলার।

অবশেষে শাহরুখের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন হানি সিং

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে হোটেল রুমে ঢুকে পাঞ্জাবি গায়ক হানি সিংয়ের উপর চড়াও হন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান- কয়েক বছর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি খবরে এমনটাই দাবি করা। শুধু তাই নয়, সে সময় ভারতীয় কিছু সংবাদমাধ্যমের দাবি ছিল- হানি সিংকে শাহরুখ এত জোরে চড় মারেন, যে আহত হন গায়ক। তার কপাল ফেটে নাকি অঝোরে রক্তও বেরিয়েছিল।

যে কারণে সেদিন আর মঞ্চে পারফর্ম করতে পারেননি হানি। সেই সময় এই ঘটনা নিয়ে বলিপাড়ায় আলোচনা হয়েছিল প্রচুর। এবার সেই ঘটনার ৯ বছর পর, ঠিক কী ঘটেছিল সেদিন, তা নিয়ে মুখ খুললেন হানি সিং। প্রকাশ্যে আনলেন রটে যাওয়া ঘটনার সত্যতা।

সম্প্রতি ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে হানি সিংয়ের জীবনের উপর তৈরি তথ্যচিত্র। আর সেই তথ্যচিত্রেই আসল গল্পটা ফাঁস করলেন হানি সিং। গায়ক জানালেন, শাহরুখ কখনই আমার গায়ে হাত তুলবেন না। উনি এমন মানুষই নন। আমাকে খুবই ভালোবাসেন কিং খান। আমাদের মধ্যে দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক। তাই শাহরুখ আমাকে মেরেছে, সেটা একেবারেই মিথ্যা।

হানি আরও বলেন, আসলে সেদিন আমার মঞ্চে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। মনে হচ্ছিল, মঞ্চে উঠলেই মরে যাব। তাই প্রথমে হোটেলের রুমে ঢুকে মাথার সব চুল কেটে ফেললাম। তারপর নিজের মাথায় একটা কফি মাগ ভাঙলাম। এতেই আহত হই। এসব করেই সেদিনের শো আটকে ছিলাম।

হানি সিংয়ের এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন, তার বোনও। তিনি জানান, এই ঘটনার পরই মাথায় রক্ত নিয়ে ফোন করে হানি। আমরা তো খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এর নেপথ্যে শাহরুখের কোনও দোষ নেই।

জিম্বাবুয়েকে উড়িয়ে সিরিজ জিতলো আফগানিস্তান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে ম্যাচটিতে জিম্বাবুয়েকে একেবারে পাত্তাই দিলো আফগানিস্তান। ২১ ডিসেম্বর হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ানডে ম্যাচ হলেও এদিন টি-টায়েন্টি স্টাইলে খেলে জয় তুলে নেয় হাশমতউল্লাহ শহিদির দল। ম্যাচটি ৮ উইকেট ও ১৩৯ বল হাতে রেখেই জিতে নিয়েছে আফগানরা। এ জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতলো আফগানিস্তান। তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটি পরিত্যাক্ত হয় বৃষ্টির কারণে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে স্বাগতিকদের হারিয়ে এগিয়ে থাকে সফরকারীরা। সিরিজের শেষ ম্যাচে টস হেরে ব্যাট করতে নামে জিম্বাবুয়ে। ব্যাট করতে নেমে আফগান তরুণ স্পিনার আল্লাহ মালিক গাজনফারের ঘূর্ণিতে মাত্র ৩০.১ ওভারে ১২৭ রানে অলআউট হয়ে যায় স্বাগতিকরা। ১০ ওভার টানা বল করে ৩৩ রান দিয়ে নেন ৫ উইকেট। রশিদ খান নেন ৩ উইকেট। ফরিদ আহমদ ও আজমতউল্লাহ ওমরজাই নেন ১টি করে উইকেট।

জিম্বাবুয়ে ব্যাটারদের মধ্যে সিন উইলিয়ামস একাই লড়াই করলেন আফগানের বোলারদের বিপক্ষে। ৬১ বলে ৬০ রান করে আউট হন তিনি। এছাড়া ১৩ রান করেন সিকান্দার রাজা।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে সেদিকুল্লাহ অটল ও আবদুল মালিক মিলে টি-টোয়েন্টি স্টাইলে ব্যাট করেন। সেদিকুল্লাহ ৫০ বলে করেন সর্বোচ্চ ৫২ রান। ২৯ রান করে আউট হন আবদুল মালিক। শেষ পর্যন্ত ২৬.৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আফগানরা। ১৭ রানে রহমত শাহ ও ২০ রানে অপরাজিত ছিলেন হাশমত উল্লাহ শহিদি। রিচার্ড এনগারাভা ও ট্রেভর গুয়ান্ডু নেন ১টি করে উইকেট।

মেলবোর্নে শেষ বিকেলে ভারতের ব্যাটিং ধস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

স্টিভেন স্মিথের সেঞ্চুরিতে ভারতের বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ টেস্টে নিজেদের প্রথম ইনিংসে সব উইকেট হারিয়ে ৪৭৪ রানে থেমেছিল স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া। জবাবে দ্বিতীয় দিন শেষে ভারতের সংগ্রহ ৫ উইকেটে ১৬৪ রান। ৫ উইকেট হাতে নিয়ে ৩১০ রানে পিছিয়ে টিম ইন্ডিয়া।

মেলবোর্নে টস জিতে প্রথম ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিন শেষে ৬ উইকেটে ৩১১ রান করেছিল অস্ট্রেলিয়া। স্মিথ ৬৮ ও অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ৮ রানে অপরাজিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন দলের রান ৪শ' পার করে বিচ্ছিন্ন হন স্মিথ-কামিন্স। হাফ-সেঞ্চুরি দ্বারপ্রান্তে থাকা কামিন্সকে থামিয়ে ভারতকে ব্রেক-থ্রু এনে দেন রবীন্দ্র জাদেজা। ৭ চারে ৪৯ রান করেন কামিন্স। সপ্তম উইকেটে ১১২ রানের জুটি গড়েন স্মিথ ও কামিন্স। এই জুটিতেই টেস্ট ক্যারিয়ারের ৩৪তম ও ভারতের বিপক্ষে ১১তম সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন স্মিথ। টেস্টে ৩৪তম সেঞ্চুরি করে ভারতের সুনীল গাভাস্কার, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা, শ্রীলঙ্কার মাহেলা জয়াবর্ধনে ও পাকিস্তানের ইউনিস খানের রেকর্ড স্পর্শ করেছেন স্মিথ।

সেঞ্চুরির পর লোয়ার-অর্ডার ব্যাটারদের নিয়ে দলের রানের চাকা ঘুরিয়েছেন স্মিথ। দলীয় ৪৫৫ রানে নবম ব্যাটার হিসেবে স্মিথকে আউট করেন পেসার আকাশ দীপ। ১৩ চার ও ৩ ছক্কায় ১৪০ রান করেন স্মিথ।

শেষ ব্যাটার নাথান লিঁওকে শিকার করে অস্ট্রেলিয়াকে ৪৭৪ রানে থামান জাসপ্রিত বুমরাহ। বল হাতে বুমরাহ ৪টি, জাদেজা ৩টি ও আকাশ দুটি উইকেট নেন।

জবাবে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই ধাক্কা খায় ভারত। ৩ রান করে বিদায় নেন রোহিত শর্মা। এরপর ভালো শুরু পেয়েও ২৪ রানে সাজঘরে ফেরেন লোকেশ রাহুল।

৫১ রানে ২ উইকেট পতনের পর শতরানের জুটি গড়েন আরেক ওপেনার জয়সওয়াল ও বিরাট কোহলি। এই জুটিতে টেস্টে নবম হাফ-সেঞ্চুরির পর শতকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন জয়সওয়াল। কিন্তু ৮ বলের ব্যবধানে সাজঘরে ফেরেন জয়সওয়াল ও কোহলি। ১১ চার ও এক ছক্কায় ১১৮ বলে ৮২ রানে রান আউট হন জয়সওয়াল। আর স্কট বোল্যান্ডের বলে নিজের ভুলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন কোহলি। ৪ চারে ৩৬ রান করেন কোহলি।

নাইটওয়াচম্যান হিসেবে নেমে বোল্যান্ডের শিকার হয়ে খালি হাতে ফেরেন আকাশ। এরপর দিনের বাকি ৯ বল বিপদ ছাড়া শেষ করেন উইকেটরক্ষক ঋষভ পান্ত ও জাদেজা। পান্ত ৬ ও জাদেজা ৪ রানে অপরাজিত আছেন।

অস্ট্রেলিয়ার কামিন্স ও বোল্যান্ড দুটি করে উইকেট নেন।

এবার অ্যাস্টন ভিলার মাঠেও হারল ম্যানসিটি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

হেরেই চলেছে ম্যানচেস্টার সিটি। এবার দুর্দশার পিছু ছাড়ল না অ্যাস্টন ভিলার মাঠেও। শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে (ইপিএল) আরও একটি হার দেখল পেপ গার্দিওলার দল। এ দিন ভিলার কাছে ২-১ গোলে হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে সিটিজেনরা। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১২ ম্যাচে এটি পেপ গার্দিওলার দলের নবম হার। এই সময়ে একটি জয় ও দুটি ড্র করেছে তারা।

১৭ ম্যাচ শেষে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ থেকে ছয়ে নেমে গেলো ম্যানসিটি। তাদের হারিয়ে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে উঠে গেলো ভিলা।

ম্যাচের ১৬তম মিনিটে জন ডুরানের গোলে লিড পায় ভিলা। প্রায় মাঝমাঠ থেকে মর্গান রজার্স বল পায়ে নিয়ে সিটির বক্সের দিকে এগোতে থাকেন। ডুরানকে পাশে পেয়ে তাকেই পাস দেন, তারপর জালে জড়ায় বল।

দ্বিতীয়ার্ধে ডুরানের একটি গোল অফসাইডে বাতিল হলেও ভিলা ঠিক ব্যবধান দ্বিগুণ করেছে। বক্সের বাইরে থেকে জন ম্যাকগিনের সঙ্গে পাস বিনিময় করেন রজার্স। তারপর বক্সে ঢুকে গোলকিপারের ডানপাশ দিয়ে বাঁ পায়ের শটে বল জালে জড়ান তিনি। ৬৫ মিনিটে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়ে ম্যাচ দখলে নেয় স্বাগতিকরা।

একটি গোল শোধ দিয়েছিল ম্যানসিটি। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে যায়। ইনজুরি টাইমের তৃতীয় মিনিটে ফিল ফডেন করেন গোল। এর আগে একাধিক সেভে সিটিকে হতাশ করেন ভিলা গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ।

রবীন উথাপ্পার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ভারতীয় জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার রবীন উথাপ্পার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, নিজের সংস্থার কর্মীদের বেতন থেকে টাকা কাটলেও প্রভিডেন্ট ফান্ডে তাদের নামে কোনো অর্থ জমা দেননি। উথাপ্পার একটি পোশাক তৈরির সংস্থা রয়েছে। সেই সংস্থার বিরুদ্ধে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বকেয়ার পরিমাণ ২৩ লাখ ৩৬ হাজার ৬০২ টাকা। সংস্থার পরিচালক হিসাবে ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে বকেয়া টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উথাপ্পাকে। না হলে তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। গত ৪ ডিসেম্বর উথাপ্পার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার গোপাল রেড্ডি।

তিনি জানিয়েছেন, উথাপ্পার সংস্থার বিপুল অর্থ বকেয়া থাকায় সংস্থার কর্মীদের তহবিলের হিসাবের কাজ আটকে রয়েছে। যা গ্রাহণযোগ্য নয়।

রেড্ডি কর্নাটকের পুলকেশিনগরের পুলিশকে উথাপ্পার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ করার অনুরোধ করেন। তবে গত ৪ ডিসেম্বরের পরোয়ানাটি পুলিশ পিএফ কমিশনারকে ফেরত দিয়েছে। কারণ, উথাপ্পাকে পুলকেশিনগরের বাড়িতে পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ভারতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার বর্তমানে পরিবার নিয়ে দুবাইয়ে বসবাস করেন। বছরের অধিকাংশ সময় তিনি সেখানেই থাকেন।

রোমাঞ্চকর ম্যাচে বার্সাকে হারিয়ে শীর্ষে আতলেটিকো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমাজমাট ম্যাচ শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত ড্রয়ের দিকেই এগোচ্ছিল। তবে অতিরিক্ত সময়ে আতলেটিকোর গোলে পালটে যায় সমীকরণ ।আর তাতে লীগে ফের এক হারের স্বাদ পায় বার্সালোনা। বার্সেলোনার অলিম্পিক স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে আতলেতিকো।

১৮ বছরে প্রথমবার বার্সেলোনার বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতলো অ্যাটলেটিকো। এক ম্যাচ হাতে রেখে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে তারা এক নম্বরে। লিগে তিন ম্যাচ জয়খরায় থাকা বার্সেলোনার (৩৮) চেয়ে তিন পয়েন্টে এগিয়ে ডিয়েগো সিমিওনের দল।

ম্যাচের শুরুতে আধিপত্য দেখায় বার্সা। আধঘন্টা হতেই পেদ্রির গোলে এগিয়ে যায় তারা। বক্সের মধ্যে ঢুকে গাভির সঙ্গে ওয়ান-টু পাসের পর নিচু শটে গোলকিপার জ্যান ওবলাককে পরাস্ত করেন তিনি।

আধিপত্য দেখালেও স্বাগতিকরা বিরতির পর ব্যবধান বাড়াতে পারেনি। রাফিনহার চিপ করা বল ক্রসবারে লাগে। বেশ কাছ থেকে নেওয়া ফারমিন লোপেজের শট পা দিয়ে রুখে দেন ওবলাক।

রবার্ট লেভানডোভস্কিও জাল খুঁজে পাননি। ৬ গজ বক্সের মধ্যে নেওয়া তার দুর্বল শট সহজেই ঠেকান ওবলাক।

গোলমুখের সামনে ব্যর্থ বার্সেলোনা ধাক্কা খায় ৬০তম মিনিটে। বক্সের প্রান্তে মার্ক কাসাদোর দুর্বল ক্লিয়ারেন্সে বল পান রদ্রিগো ডি পল, তারপর নিচু কোনাকুনি শটে জাল কাঁপান তিনি। ম্যাচে নিজেদের গোলের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাতে সমতা ফেরায় অ্যাটলেটিকো।

লিড নিয়েও যখন পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ার হতাশায় ভুগছিল বার্সা, ঠিক তখনই তাদের যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দেয় মাদ্রিদ ক্লাব। ইনজুরি টাইমের ষষ্ঠ মিনিটে নাহুয়েল মলিনার ক্রসে প্রথমবারের চেষ্টাতেই জালে বল জড়িয়ে দেন বদলি নামা আলেক্সান্দার সোরলোথ। তাতে সব প্রতিযোগিতা মিলে টানা ১২তম জয় পায় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ভেন্যু জটিলতার 'অদ্ভুত' সমাধান দিলেন শেহজাদ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

অবশেষে ভারতের প্রস্তাবিত হাইব্রিড মডেলেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। সেই সঙ্গে পাকিস্তানের জুড়ে দেওয়া শর্ত অনুযায়ী আগামী তিন বছর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দেশ আইসিসির ইভেন্টগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলার ব্যাপারে সমঝোতায় পৌঁছেছে।

৮ দলের বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্টটি শুরু হতে আর দুই মাসের মতো বাকি। যদিও ভেন্যু নিয়ে জটিলতায় এতদিনেও আসরের সূচি ঘোষণা করতে পারেনি আইসিসি। এর মধ্যে বেশ কয়েক দফা বৈঠকে বসলেও কোনো কিছুর সুরাহা করতে পারেনি ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। এবার জটিলতা কাটল বলেই মনে করা হচ্ছে।

ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪-২৭ সাল পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানে আইসিসির ইভেন্টগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলার বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে দুই দেশ। যার শুরুটা হবে আসন্ন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি দিয়ে। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও দেশটিতে খেলতে যাবে না ভারত। তার বদলে ম্যান ইন ব্লুদের খেলা হবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে বিসিসিআই ও ভারত সরকারকে বিষয়টি নিয়ে খোঁচা দিয়ে শেহজাদ বলেন, 'সীমান্তে একটি স্টেডিয়াম তৈরি করুন। একটি গেট ভারতের দিক থেকে খুলবে। তাদের খেলোয়াড়েরা সেই গেট দিয়ে মাঠে আসবে। আমাদের খেলোয়াড়েরা যাবে এদিক (পাকিস্তানের দিকের গেট) দিয়ে।'

আপাতত সমাধান খুঁজে পেয়েছে আইসিসি। তবে ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট সম্পর্কের স্থায়ী সমাধান হয়নি। আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই এ নিয়ে একটা সমাধানের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার আহমেদ শেহজাদ।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR